প্রথম আলো

তারিখ ... 07 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বগুড়ায় উপাচার্যদের নিয়ে ইউজিসির সভা

প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে

বগুড়া প্রতিনিধি ●

দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি রুখতে গেলে উপাচার্যদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দুদিনব্যাপী বৈঠকে এমন আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা। প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক গতকাল শুক্রবার সকালে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে শুরু হয়েছে।

প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, দেশে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ না হলে জাতির পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে দেখিনি, তবে শুনেছি। চাকরি পাওয়ার জন্য ফলাফল তৈরিতে দুর্নীতি হলে জাতি ঘুরে দাঁড়াবে কীভাবে?'

উপাচার্যদের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করলে হবে না। ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ থেকে শুরু করে প্রত্যেককে দৈনন্দিন কর্মজীবনেও শুদ্ধাচারের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে কেউ বাসায় বউ পেটালে একে শুদ্ধাচার বলে না। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—সবখানেই সততা, সত্যশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গোপনীয়তা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে বগুড়ায় আয়োজিত দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে গতকাল শুক্রবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।

সকালে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' শীর্ষক দুই দিনের ওই অনুষ্ঠানে দেশের ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, একজন করে ফোকাল পয়েন্ট ছাড়াও ইউজিসির সদস্যরা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবেরা অংশ নেন। ঢাকার বাইরে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দুর্নীতিমুক্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে শুদ্ধাচার কৌশল এবং সেশনজট কমাতে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশসহ ইউজিসির সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হয়।

> বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে দুই দিনের অনুষ্ঠানে দেশের ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অংশ নেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত রাখার তাগাদা দিয়ে আবদুল মান্নান বলেন, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের শ্রমে-ঘামে এ দেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি অনেক এগিয়েছে। কৃষকের কাজের বাঁধাধরা কোনো কর্মঘণ্টা নেই। সকাল-সন্ধ্যা খেতে কাজ করেন তাঁরা। সময় পেলেই কাঁধে লাঙল নিয়ে মাঠে ছোটেন। কৃষকেরা শুদ্ধাচারের বড় মডেল। এই কৃষকের ট্যাক্সের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে। উপাচার্যদের বেতন হয়। এ কারণে নিজেদের দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক এম শাহ নওয়াজ আলি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এ দেশে কৃষককে শুদ্ধাচার শেখাতে হয় না। অথচ এখানে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শুদ্ধাচার, সততা শেখাতে হচ্ছে। এটা কোনো শুভ লক্ষণ নয়।

দুই দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে আরও বক্তব্য দেন ইউজিসির সদস্য মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহিউদ্দীন খান, ইউজিসির অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক মিজানুর রহমান এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এ কে এম জাকারিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আবদুস সোবহান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফায়েক উজ্জামান, গাজীপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গিয়াস উদ্দীন মিয়া, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ আবুল কাশেম, টাঙ্গাইল মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আলাউদ্দিন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. হারুনর রশীদ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ রফিকুল আলম বেগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের উপাচার্য মো. সালাহউদ্দিন মিয়াজী, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম শামসুর রহমান, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার হোসেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম ইমামুল হক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য আনোয়ারুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খোন্দকার নাসির উদ্দিন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্বজিৎ ঘোষ, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন-উর-রশিদ আসকারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শনিবার বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই দিনের আলোচনা শেষ হবে।